তীর্থঙ্কর দাশ পুরকায়স্থ (১১৯৫৬-)

পূর্বমেঘ

কোথায় চলেছ তুমি, কোনদিকে, অসুরে একঢাল চুল?
পলাশডাঙার মাঠ পেরিয়ে কি ভেসে আসে পার্বণের সুর?
আয়ুষ্মতী ফসলের সঙ্গে কাকে তুমি ভরে তোলো
একাকিত্বে, এই মল-মাসে?

অসুখের চুল, তুমি মেঘবর্ণ ঘুমে কেন ঢাকো নাই কপালের টিপ?
সে কেন আগেরই মতো সন্ধ্যা হলে পূর্ব-অভিসারী?

সবাই আশ্রয় খোঁজে—গাছের ছায়ায় রোদ, পথে গাটে বিপন্ন ইঁদুর

অসুখের চুল রাত-জাগা অভিমানী টিপ,
তোমরা কেন সন্ধ্যা হলে পর পর দিগন্তে ঘনাও?

অন্তর্জলি

ঝোড়ো বাতাসকে বলি,
নদীকেও বলি ভোর জলে
বড়ো তৃষ্ণা বাড়ে,
বেলা যায় পশ্চিমবাহিনী

পায়ের তলায় গুব গুব করে গুপিযন্ত্র,
পূর্ণদাস বাউলের সুর,
বেশ বুঝি উত্তর, দক্ষিণে, পূবে ও পশ্চিমে
ধরেছে চিড়
অপরিণামদর্শী মাটির।

দুবেলা দুমুঠো অন্নের শিকারি পাখি,
রক্তচক্ষু দিনের প্রহরা দুইবেলা
সারাদিন একথা সেকথা বলে ভুলে থাকা
ছিন্নমূল অন্তর্জলি যাত্রা।

আমার মেয়ের জন্য

তোকে নিয়ে এসেছি এখানে কাক-ভোরে,
চোখের আলোর মতো আকাশে অস্পষ্ট শুকতারা,
আরেকটি দিনের শুরু, তোর চোখে প্রথম বিস্ময়,
কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে দুটি একটি গাছের পাহারা।

দূরে নদী দৃশ্যমান, শীর্ণ জলরেখা,
চাঁদের আলোয় তোকে কোলে করে এসে দাঁড়িয়েছি,
এই মাঠ, এ আকাশ, মাঝে মাঝে গভীর পরিখা—
এ সবই তোর, আমি দ্রুত শেষ রাতের বয়সি।

ইতস্তত ছায়া ঘোরে প্রান্তরের এখানে ওখানে,
আর কিছুক্ষণ বাদে কেটে যাবে মনের প্রমাদ,
তোর চোখে চোখ রেখে বেড়ে উঠবে গুল্ম, লতাপাতা,
শুধু ততক্ষণ রুখব নিশ্চয় শ্বাপদের দাঁত।